ক. সতর্কবার্তা (যাত্রাপুস্তক ১১)

- তিন দিনের অন্ধকারের পর ফরৌণ মোশির উপর রাগান্বিত হয়ে তাঁকে আর রাজপ্রাসাদে না আসার নির্দেশ দেয় (যাত্রাপুস্তক ১০:২৮)। কিন্তু মোশি এই আদেশ মানতে পারেননি, কারণ ফরৌণের প্রথম সন্তান তখন মৃত্যুর মুখে ছিল। ফরৌণের জন্য "ঈশ্বরের" (যাত্রাপুস্তক ৭:১) প্রতিনিধিরূপে, তাঁর দায়িত্ব ছিল জানানো যে ঈশ্বর কী করতে চলেছেন (আমোস ৩:৭)।
- এবার মোশিই ছিলেন যিনি ফরৌণের কাছ থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। ফরৌণের জিদ এবং তার সিদ্ধান্তের পরিণতিতে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। মোশির প্রতি সম্মান থাকা সত্ত্বেও, অনেক মিশরীয়ই এই সতর্কবার্তা মেনে নেয়নি (যাত্রাপুস্তক ১১:৩)।
- ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সময় এসে গিয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১২:১২):
  — অহংকারী, গর্বিত ও শোষকদের জন্য: দণ্ড, এবং যা লুট করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ (যাত্রাপুস্তক ১১:৪-৫, ২)
  — ঈশ্বরের আদেশ মান্যকারীদের জন্য: দণ্ড থেকে রক্ষা এবং মুক্তি (যাত্রাপুস্তক ১১:৭-৮)

খ. প্রস্তুতি (যাত্রাপুস্তক ১২:১-১৬)

- ঈশ্বর বিশদভাবে বোঝালেন কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যেন ধ্বংসকারী "পার হয়ে যায়" এবং প্রথম সন্তান মারা না যায়:
  — দশম দিনে প্রত্যেক পরিবার বা একাধিক পরিবারের জন্য একটি নির্দোষ মেষশাবক আলাদা করতে হবে (যাত্রাপুস্তক ১২:৩-৫)।
  — চতুর্দশ দিনে সন্ধ্যায় সেটির বলি দিতে হবে (যাত্রাপুস্তক ১২:৬)।
  — দরজার দুই পাশের খুঁটি এবং উপরের অংশে রক্ত মাখাতে হবে (যাত্রাপুস্তক ১২:৭)।
  — সেই রাতেই গোশতটা পুরোপুরি আগুনে রান্না করে, অখমির রুটি ও তেতো শাকপাতার সাথে খেতে হবে (যাত্রাপুস্তক ১২:৮-১০)।
  — খাওয়ার সময়, তাদের কাপড় পরে, জুতা পায়ে এবং হাতে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে (যাত্রাপুস্তক ১২:১১)।
  — মিশর ছাড়ার পর সাত দিন পর্যন্ত তাদের অখমির রুটি খেতে হবে (যাত্রাপুস্তক ১২:১৫)।
- ঈশ্বর তাদের প্রস্তুত করছিলেন যেন তারা তাঁর অনুগ্রহ বুঝতে পারে এবং তাঁকে উপাসনা করতে শিখে (যাত্রাপুস্তক ১২:২৭)।

গ. রক্ত ও খামির (যাত্রাপুস্তক ১২:১৭-২৩)

- চতুর্দশ দিনে দুইটি উপাদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ: রক্ত ও খামির।
- তাদের ঘর থেকে খামির সরাতে হয়েছিল এবং খামির ছাড়া রুটি বানাতে হয়েছিল। কারণ যাত্রা আসন্ন ছিল, তাদের রুটির খামির ওঠানোর সময় ছিল না (যাত্রাপুস্তক ১২:১৭-২০)। খামির পাপের প্রতীক, আর অখমির রুটি হলো খ্রিস্টে নতুন জীবনের প্রতীক (১ করিন্থীয় ৫:৬-৮; ২ করিন্থীয় ৫:১৭)।
- রক্ত ছিল মুক্তির উপাদান। এটি যীশুর রক্তের প্রতীক, যা তিনি ক্রুশে ঢেলেছিলেন, যাতে বিচার আসার সময় ঈশ্বর আমাদের বিচার না করে "পার হয়ে যান" (১ যোহন ১:৭; ২:১-২)।
- এসোব পাতা দিয়ে রক্ত ছিটানো হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১২:২২), এটি পাপ থেকে শুদ্ধতার প্রতীক (গীতসংহিতা ৫১:৭)।

ঘ. মনে রাখো ও শেখাও (যাত্রাপুস্তক ১২:২৪-২৮)

- মিশর ছাড়ার আগেই ঈশ্বর হিব্রিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতি বছর যেন সন্তানদের তাদের ইতিহাস শেখায় (যাত্রাপুস্তক ১২:২৪-২৭)।
- তখন থেকেই ফসাহ একটি পারিবারিক উৎসব হয়ে ওঠে। পিতামাতাদের জন্য এটি ছিল ঈশ্বরের জ্ঞান সন্তানদের শেখানোর একটি সুযোগ।
- মুক্তির গল্পটি বিস্তারিতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করতে হতো (দ্বিতীয় বিবরণ ২৬:৫-৯)।
- আমাদের জন্য এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে: আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদের আমাদের বিশ্বাস জানানো। শুধু ইতিহাস নয়, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর কী করেছেন তাও শেখানো। আমাদের উচিত তাঁর সামনে নত হয়ে উপাসনা করা (যাত্রাপুস্তক ১২:২৭)।

ঙ. দশম বিপদ (যাত্রাপুস্তক ১২:২৯-৩০)

- ফরৌণ একসময় সব হিব্রি পুরুষ সন্তানদের নিধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১:২২)। কিন্তু ঈশ্বর কেবল প্রথম সন্তানকে শর্তসাপেক্ষে মৃত্যুর জন্য নির্ধারণ করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১২:২৯)। যেসব ঘরে মেষশাবকের রক্ত মাখানো ছিল না, প্রতিটিতেই কেউ না কেউ মারা যায় (যাত্রাপুস্তক ১২:৩০)।
- ঈশ্বরের ন্যায়বিচার মিশরের দেবতাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নেমে এসেছিল, যাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন ফরৌণ (যাত্রাপুস্তক১২:১২)।
- কোনো মিশরীয় দেবতা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি, এমনকি ফরৌণও কিছুই করতে পারেননি।
- ফরৌণের মতো আমাদের পাপও অন্যদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু মোশির মতো, আমাদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা অনেকের মুক্তির কারণ হতে পারে।